রি-ফেন্স (Re-Fence)

(রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারক)

উপাদানঃ

ল্যানথেনাইড-১০%, এসিটিক এসিড-৩%

রি-ফেন্স এর বিশেষত্বঃ

রি-ফেন্স এর প্রধান উপাদান ল্যানথেনাইড একটি ব্যাতিক্রমধর্মী, উচ্চ মাত্রার পজিটিভ ইলেক্ট্রিক চার্জ সমৃদ্ধ মৌলিক পরমানু। এর অক্সিডাইজেশন ক্ষমতা একে একটি শক্তিশালী রিডিউসিং এজেন্টে পরিনত করেছে।

এফ. এম. ডি (F.M.D) বা ক্ষুরারোগে Re-Fence এর ভূমিকাঃ

এফ এম ডি বা ক্ষুরারোগ একটি ভাইরাল রোগ। এই রোগে গবাদিপশু সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে এমনকি এতে পশুর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এফ এম ডি ভাইরাস গবাদিপশুর শরীরে প্রচুর নেগেটিভ চার্জ বা ফ্রি র‍্যাডিকেল তৈরি করে। শরীরে অতিরিক্ত পরিমানে ফ্রি র‍্যাডিকেল তৈরি হলে তা গবাদিপশুর শরীরে অন্যান্য কোষকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং একটি চেইন রি-অ্যাকশনের মাধ্যমে ভালো কোষগুলোকেও 'ফ্রি-র‍্যাডিকেল' এ রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে। এভাবে যখন শরীরে অতিরিক্ত পরিমানে ফ্রি-র‍্যাডিকেল তৈরি হয় তখন গবাদিপশুতে হেমোরেজিক শক হয় ফলে এতে পশুর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। রি-ফেন্স এর বিশেষত্ব হচ্ছে এর মূল উপাদান ল্যানথেনাইড এর পারমানবিক গঠন। এর N শেলের 4f অরবিটটি অসম্পূর্ন থাকায় এটি ফ্রি-র‍্যাডিকেল এর সাথে যুক্ত হয়ে ফ্রি-র‍্যাডিকেল কে নিজের সাথে বাইন্ড করে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেহকোষকে রক্ষা করে ও শক প্রতিরোধ করে। এছাড়া এটি রেটিকুলেট সিস্টেমের উপর কাজ করে এবং দ্রুত ইমিউনিটি তৈরিতে সহায়তা করে, ফলে ক্ষুরারোগ দ্রুত ভালো হয়। এছাড়া অন্যান্য ভাইরাল রোগে দ্রুত ইমিউনিটি তৈরিতে রিফেন্স অত্যন্ত কার্যকর।

ব্যবহার ক্ষেত্রঃ

১. এফ এম ডি (FMD), লাম্পি স্কিন ডিজিজ এবং পি. পি. আর (PPR)
   সহ বিভিন্ন ভাইরাস রোগে দ্রুত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে
২. এন্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে
৩. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে
৪. ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে

মাত্রা ও প্রয়োগঃ

বড় গরুঃ

১০-২০ সি.সি খাবারের সাথে মিশিয়ে দিনে দুইবার ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

বাছুর, ছাগল, ভেড়াঃ

৫ সি.সি খাবারের সাথে মিশিয়ে দিনে দুইবার ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

সরবরাহঃ ১০০ মি.লি বোতল।

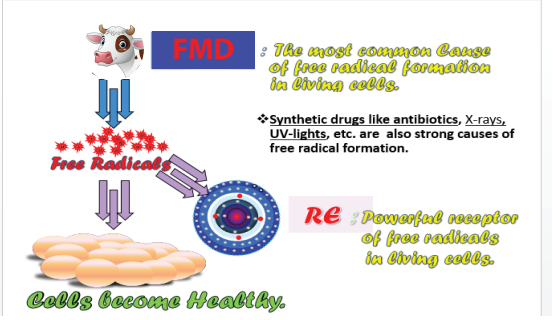

Marketed By,
Doctor's Agro-Vet Ltd.
Nurjehan Tower (5th Floor),
Banglamotor, Dhaka-1000.